Stamford Flash

April - 2011
Volume:04 | Issue:04

- ১ম স্টামফোর্ড প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেট ২০১১
- বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলছে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ
- সেন্টার ফর রিসার্স ইন সোশ্যাল সায়েন্স, ল'জ এণ্ড হিউম্যানিটিজ-এর কার্যক্রম শুরু
- রক্তের বিকল্প কেবল রক্ত : মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সেমিনার

# ১ম স্টামফোর্ড প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেট ২০১১

বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলার জোয়ারে যখন ভাসছে সারা বিশ্ব তখনই স্টামফোর্ডে ঝুমুঝেলার শব্দে সবাই সজাগ। না বিশ্বকাপ নয় স্টামফোর্ডেই শুরু হয়েছে ১ম স্টামফোর্ড প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেট ২০১১। গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ খেলার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এম. এম. এ. সিকদার এবং অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ড. মজিবুর রহমান। প্রায় দেড় মাসব্যাপী এই খেলায় বিভিন্ন বিভাগের ২০ টি দল অংশগ্রহণ করে। সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত প্রতিটি খেলা বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপভোগ করে। খেলার প্রতিটি দিনই ছিল স্টামফোর্ড ক্যাম্পাসে উৎসব আর যুদ্ধের আমেজ। কোন দল জিতল আর হারল। গত ২৪ মার্চ, ২০১১ ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় স্টামফোর্ডের সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে। ২০ ওভারের খেলায় ফাইনালে মুখোমুখি হয় তারকাটা এবং ডেঞ্জার দল। প্রথমে ব্যাটিং-এ নেমে তারাকাটা ২০ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ২২৪ রান করে। ডেঞ্জার ২২৫ রানের টার্গেট নিয়ে মাঠে নামলে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭২ রান করে। খেলায় ৫২ রানে জয়লাভ করে তারকাটা দলটি। ফাইনালের ম্যাচ-সেরা হয়েছেন কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের ছাত্র রবিন আর টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার অর্জন করেছে একই বিভাগের ছাত্র রাসেল। ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এ. কে. এম. এনামুল হক শামীম, নুর-এ আলম সিদ্দিকী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ, প্রক্টরসহ শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এ. কে. এম. এনামুল হক শামীম বলেন, এবছর স্টামফোর্ড ক্রিকেট দল ULAB Fair Play T-20 Cup Cricket -এ বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। এধরনের খেলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে স্টামফোর্ড প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেট খেলা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। খেলাটি সার্বিক পরিচালনা করেন বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুল কিবরিয়া চৌধুরী।

# স্টামফোর্ডের প্রাক্তণ কর্মকর্তার পরিবারকে সহযোগিতা প্রদান

গত ৫ মার্চ, ২০১১ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. এম এ হান্নান ফিরোজ ইউনিভার্সিটির প্রধান কার্যালয়ে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির হিসাব শাখার প্রাক্তন কর্মকর্তা মরহুম মোঃ মিজানুর রহমানের পরিবারের হাতে ৫ লাখ ১৭ হাজার ৯৫৮ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। চেক গ্রহণ করেন মরহুমের মাতা, স্ত্রী এবং তার দুই কন্যা। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এ. কে. এম এনামুল হক শামীম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হেলালুজ্জামান চৌধুরী, ফিন্যান্স এবং একাউন্টস-এর পরিচালক জহিরুল হক খান।

উল্লেখ্য, মিজানুর রহমান স্টামফোর্ডের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে কর্মরত ছিলেন। গত ১১ নভেম্বর, ২০১০ সালে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করেন। স্টামফোর্ড কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শোকসন্তপ্ত পরিবারকে স্টামফোর্ড পরিবারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর একদিনের বেতনের টাকার এই চেক হস্তান্তর করা হয়। গত ডিসেম্বরে নিহতের স্ত্রী নাহিদ ফারজানাকে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এ সহকারী নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। বর্তমানে তিনি স্টামফোর্ডে কর্মরত আছেন।

# বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলছে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড এডুকেশন-এর কনসেপ্ট নিয়ে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা ও শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের মহতী প্রচেষ্টা নিয়ে স্টামফোর্ড কলেজ গ্রুপ যাত্রা শুরু করে। ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ অনুমোদন নিয়ে যাত্রা শুরু করে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। ২০০২ সালে যাত্রা শুরু করলেও দীর্ঘদিন যাবৎ এর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষার মান ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার ফলে স্টামফোর্ডকে প্রথম সারির ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইউনিভার্সিটি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ বাংলাদেশে ISO-৯০০১-২০০০ স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রথম ও একমাত্র ইউনিভার্সিটি। ইতোমধ্যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থা AACSB, ACBSP -এর সদস্যভুক্ত হয়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ বর্তমানে *Education for Tomorrow's World* এই স্লোগাণ নিয়ে এগিয়ে চলছে আগামীর পথে।

## প্রোগ্রাম সমূহ :

স্টামফোর্ড যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যে নিত্য-নতুন বিষয় চালু করছে। বর্তমানে মোট ১৩টি বিভাগের অধীনে ২৬টি প্রোগ্রামে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। প্রোগ্রামগুলো হলো: ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার (B.Arc), বি. এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বি. এসসি. ইন ইলেকট্রিকাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE), বি. এসসি. ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (CSE), বি. এসসি. ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইনফরমেশন (CSI), এম. এসসি. ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (MCSE), মাস্টার ইন কম্পিউটার এপ্লিকেশন, ব্যাচেলর অব আর্টস ইন ইংলিশ (অনার্স), মাস্টার অব আর্টস ইন ইংলিশ (ফাইনাল), মাস্টার অব আর্টস ইন ইংলিশ (প্রিলিমিনারী ও ফাইনাল), ব্যাচেলর অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, এম. এসসি. ইন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, বি. এসসি. ইন মাইক্রোবায়োলোজি, এম. এস ইন মাইক্রোবায়োলোজি, ব্যাচেলর অব ফার্মেসি, মাস্টার অব ফার্মেসি, ব্যাচেলর অব ল'জ (LL.B-Hons), মাস্টার অব ল'জ (LL.M, Final), মাস্টার অব ল'জ (LL.M, Preliminary & Final), বি. এস. এস. ইন ইকনোমিক্স, বি. এস. এস. ইন জার্নালিজম ফর ইলেকট্রনিক এন্ড প্রিন্ট মিডিয়া, এম. এস. এস. ইন জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিস (প্রিলিমিনারী ও ফাইনাল), ব্যাচেলর অব আর্টস ইন ফিল্ম এন্ড মিডিয়া, মাস্টার অব আর্টস ইন ফিল্ম এন্ড মিডিয়া, ব্যাচেলর অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (BBA), মাস্টার অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (MBA)। এছাড়া ইউজিসি অনুমোদিত ব্যাচেলর অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন, থিয়েটার স্টাডিজ, এপ্লাইড নিউট্রেশন এণ্ড ফুড টেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড বায়োটেকনলজি বিষয়গুলো অতিসত্তর চালু করা হবে।

## সুযোগ সুবিধা :

এখানে শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ শিক্ষামান সুনিশ্চিত করার জন্য কর্মরত আছেন ৩৯৮ জন পূর্ণকালীন শিক্ষক। এর মধ্যে ৬৬ জন পিএইচ.ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, যুক্তরাষ্ট্র, ভারতসহ আরও কয়েকটি দেশের প্রায় ২০০ জন শিক্ষক অতিথি শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিয়ে থাকেন। বর্তমানে স্টামফোর্ডে প্রায় ১২,০০০ (বারো হাজার) শিক্ষার্থী অধ্যায়ণ করছে। গত ৮ বছরে স্টামফোর্ড সর্বমোট ৯২২৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করেছে। তাত্ত্বিক পড়ার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে স্থাপন করেছে ১২ টি সুসজ্জিত কম্পিউটার ল্যাবসহ বিভাগ ভিত্তিক ল্যাব। এর মধ্যে ১০ টি ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ল্যাব, ৮ টি ফার্মেসি ও মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব, ৫ টি সিভিল ল্যাব, ৩ টি ডিজাইন ও ড্রইং ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, একুয়েস্টিক ল্যাব, ৩ টি ভিডিও এডিটিং ল্যাব এবং ৮টি প্রফেশনাল ক্যামেরা। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য স্টামফোর্ডের ধানমন্ডি ও সিদ্ধেশ্বরী দুই ক্যাম্পাসে রয়েছে প্রায় ৪৩ হাজার বই এবং ১৮ হাজার জার্নাল সম্বলিত ৫ টি লাইব্রেরি।

এছাড়া যে সকল শিক্ষার্থী বিদেশে পড়াশুনা করতে আগ্রহী তারা ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। স্টামফোর্ড কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পর্যায়ের সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আসছে; পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রশাসনিক সকল কাজের সুবিধার্থে কাজ করে চলছে। স্টামফোর্ডে ভর্তি শাখা, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা দপ্তর এবং একাউন্টস স্বতন্ত্র ভাবে পরিচালিত। শিক্ষার্থীদের একই রুম থেকে সকল তথ্য ও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে চালু রয়েছে স্টুডেন্ট সার্ভিস উইং। যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

আর এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি চালু হল কেরিয়ার কাউন্সিলিং এণ্ড প্লেসমেন্ট সেন্টার (CCPC)। এর মাধ্যমে স্টামফোর্ডের চলমান ও পাশকৃত শিক্ষার্থীদের চাকুরী পাওয়া বিষয়ে সেবা প্রদান করা হয়। এই সকল কাজের সুবিধা প্রদানের জন্য রয়েছে ওয়েব ভিত্তিক সফটওয়্যার। একজন প্রাক্তণ শিক্ষার্থী, বর্তমান শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ ও জমা রাখা হয় এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে।

# সেন্টার ফর রিসার্স ইন সোশ্যাল সায়েন্স, ল'জ এণ্ড হিউম্যানিটিজ-এর কার্যক্রম শুরু

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসার্স সেন্টার অবধারিত; এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্টামফোর্ড চালু করেছে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি রিসার্স সেন্টার (SURC)। এরই আওতায় সম্প্রতি কার্যক্রম চালু করেছে সেন্টার ফর রিসার্স ইন সোশ্যাল সায়েন্স, ল'জ এণ্ড হিউম্যানিটিজ। এই সেন্টারটি স্টামফোর্ডের শিক্ষকদের গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানসহ তাদের লেখা প্রবন্ধ স্টামফোর্ড জার্নালসহ দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশ করবে। শিক্ষার্থীদের গবেষণা এবং প্রকাশণার ব্যাপারেও সহযোগিতা করবে এই সেন্টার। তাছাড়া নিয়মিত ভাবে সভা-সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করবে। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগসহ তাদের কার্যক্রম অনুসরণ করবে।

সেন্টার ফর রিসার্স ইন সোশ্যাল সায়েন্স, ল'জ এণ্ড হিউম্যানিটিজ কার্যক্রম শুরুর উদ্বোধন করেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফাতিনাজ ফিরোজ। তিনি বলেন, "SURC-এর কার্যক্রম সুদৃঢ় ভাবে পরিচালনার জন্য গবেষণামূলক কাজের ক্ষেত্রে যারা সহযোগিতা করে আসছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তাদের কাছে যৌক্তিক ভাবে নিজেদের চাহিদার কথা জানাতে হবে। সাথে গবেষনাধর্মী ঐসকল প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গবেষণামূলক কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।" স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান এই গবেষণাধর্মী কাজে সকলকে যুক্ত হবার আহবান জানান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কে মউদুদ ইলাহী, রেজিস্ট্রার এস এম ইকরামুল হকসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ। গবেষণামূলক এই সেন্টারটি পরিচালনা করছেন ইউজিসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. এ. টি. এম জহুরুল হক। তিনি জানান প্রতিষ্ঠানটি দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছে। এরই মধ্যে Fraser University, Canada-এর সাথে একটি আলোচনামূলক চুক্তিতে পৌঁছেছে। Social Sciences Research Council (SSRC), Planning Commission ও Government of Bangladesh for Research Funds এর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে চলছে।

# রক্তের বিকল্প কেবল রক্ত : মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সেমিনার

সম্প্রতি স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ Safe Blood Transfusion: Microbiological Perspective বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল (অব:) ড. এ. এস. এম মতিউর রহমান। তিনি বলেন, "একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ বছরে কমপক্ষে তিনবার রক্ত দিতে পারে। অনেকে মনে করে রক্ত দিলে রক্ত কমে যায়। গবেষকদের মতে রক্ত প্রাকৃতিক নিয়মে বোনমেরু থেকে উৎপন্ন হয় এবং প্রতি চার মাস পরে পুরাতন রক্ত কণিকা কার্যক্ষমতা হারিয়ে নতুন রক্ত কণিকা সৃষ্টি হয়। ফলে রক্ত দানে একজন সুস্থ ব্যক্তির কোন সমস্যা হয়না বরং সে মানসিক ভাবে অনেক বেশি তৃপ্ত হতে পারে।"

সেমিনারের স্টামফোর্ডের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. রাশেদ নূর-এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ থ্যালাসীমিয়া হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ওমর গোলাম রব্বানী এবং একই প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা মোস্তাফিজুর রহমান খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার ওমর গোলাম রব্বানী বলেন, "থ্যালাসীমিয়া একটি মারাত্মক জন্মগত রক্ত শূণ্যতার রোগ। প্রতিরোধ ছাড়া এর কোন বিকল্প নাই। রক্তের বিকল্প কেবল রক্ত।"

মোস্তাফিজুর রহমান খান বলেন, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং থ্যালাসীমিয়া হাসপাতাল যৌথ উদ্যোগে চতুর্থবারের মত সেমিনার এবং রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। এজন্য তিনি স্টামফোর্ড পরিবারকে স্বাগত জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেমিনার শেষে শিক্ষক, কর্মকর্তাবৃন্দসহ শিক্ষার্থীরা রক্তদানে উৎসাহিত হয়। তারা সেমিনারের বক্তব্য তাদের পরিবার ও বন্ধুদের সাথে আলোচনা করবেন বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় স্টামফোর্ডের সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাস অডিটরিয়ামে সকলের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ রক্তদান কর্মসূচীকে বেগবান করে তোলে।

# ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের ৭ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠিত

গত ১২ এপ্রিল, ২০১১ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের ৭ম বর্ষপূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১ টায় শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম। এসময় ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নূর-এ আলম সিদ্দিকী উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করেন। বিভাগের প্রথম ছাত্র জাহেদীন ইসলাম জয়ের অকাল প্রয়াণে তার জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তার নির্মিত ছবি দেখানো হয়।

বিকেল ৪ টায় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফাতিনাজ ফিরোজ। তিনি বলেন, "২০০৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব এম. এ. সামাদের নেতৃত্বে ৪ জন শিক্ষক আর ৯ জন ছাত্র নিয়ে বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভাগের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। আজকের এই দিনে আমরা তাকে গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি। ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. এম এ হান্নান ফিরোজের বহু দিনের স্বপ্ন ও পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ক একাডেমিক পড়াশুনা চালু হয় স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে।"

বিশেষ অতিথি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন, "ত্রিশ লক্ষ এই শহীদের দেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন সফল মানুষের, সফল মানুষ হতে হলে প্রয়োজন সুধী সমাজ গঠন আর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ স্থাপনের জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। আর যে কাজটি করে যাচ্ছে স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।"

অনুষ্ঠানের সভাপতি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান বলেন, "ইতিমধ্যে বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করে প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন টিভি, বিজ্ঞাপনী সংস্থাসহ বিভিন্ন মাল্টি ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানে সফলতার সাথে কাজ করছে; যা আমাদের জন্য গর্বের। পাশাপাশি এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবেও কাজ করছে। বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিভাগের জন্য সম্মান জনক পুরস্কার বহন করে নিয়ে এসেছে। আশা করি এই ধারা অব্যাহত থাকবে।"

আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিভাগের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ফারুক। এছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক আমজাদ হোসেন, মানজারে হাসিন মুরাদ প্রমুখ। মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দিনব্যাপী আয়োজন।

## স্ট্রে-বার্ডের উদ্যোগে দু'টি সেমিনার

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এ স্ট্রে-বার্ডের উদ্যোগে দু'টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। গত মার্চ ২৯, ২০১১ কিভাবে সাহিত্যের মূল্যায়ন করা যায় বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নেভিন ফরিদা। তিনি সাহিত্যকে কিভাবে আরও গ্রহণযোগ্য ও আনন্দময় করে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া গত ২ এপ্রিল, ২০১১ রিসার্স পেপার লেখার কৌশল বিষয়ক কর্মশালায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সায়মা আরজু। সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ারুল হক। বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেমিনারে অংশগ্রহণ করে।

■ **Editorial Consultant:** Md. Salim Hossain ■ **Editorial Panel:** Shakira Parvin, Supa Sadia, Runa Laila ■ **Graphics Designer:** Wahid Murad Rassel & Shuvabrata Sarker
■ **Photography & Published By:** Public Relations Division, Stamford University Bangladesh ■ **Printed By:** Stamford University Press, 51 Siddeswari Road, Dhaka